লিপি
কলকাতা, বুধবার, ১০ অক্টোবর, ২০১৮
Kolkata • Wednesday • October 10, 2018
Arthik Lipi, Page 3

নার্সারির ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ

রণক্ষেত্র বিনোদিনী, চলল লাঠি, ঝরল রক্ত

স্টাফ রিপোর্টার: এবার যৌন হেনস্থা খোদ সরকারি স্কুলেই। ঘটনায় রণক্ষেত্রের চেহারা নিল ঢাকুরিয়া বিনোদিনী গার্লস হাইস্কুল। অভিযোগ এই স্কুলেরই প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষক দীপক কর্মকার যৌন নির্যাতন করে নার্সারির এক ছাত্রীকে। মঙ্গলবার ঘটনায় স্কুলের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে অভিভাবকেরা। অভিযোগ, গেট ভেঙে জোর করেই স্কুলের ভিতর ঢোকার চেষ্টা করেন অভিভাবকেরা। মারধর করা হয় বেশ কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে। এমনকি স্কুলে ব্যপক ভাঙচুরও করা হয় বলে অভিযোগ। স্কুলের তরফে খবর দেওয়া হয় লেক থানায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে বিক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা। প্রথমদিকে সাধারণ বচসায় সীমাবদ্ধ থাকলেও পড়ে তা রীতিমতো হাতাহাতিতে গড়ায়। এমনকি অভিযোগ, পুলিশকে লক্ষ্য করে এলোপাথারি ইট-পাথর ছোড়া হয়। আহত হন ৩-৪ জন পুলিশকর্মী। বিক্ষোভের জেরে ছুটির পরেও স্কুলে আটকে পড়ে ছাত্রীরা। পরে পুলিশ আটকে পড়া ছাত্রীদের বাইরে বের করে দেয়। অভিযোগ, ২৬ সেপ্টেম্বর বিজেপির ডাকা বাংলা বন্‌ধের দিন ওই ছাত্রীটিকে স্কুলের একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্থা করে অভিযুক্ত শিক্ষক দীপক কর্মকার। নিগৃহীতার মায়ের বক্তব্য, ‘বন্ধ থাকা সত্ত্বেও স্কুল খোলা থাকায় আমি মেয়েকে স্কুলে পাঠাই। কিন্তু, বাড়ি ফিরে আসার পর থেকে দেখি ও কেমন একটা অস্বাভাবিক আচরণ করছে। কেমন ভয়-ভয় ছিল।’ পরে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার পর যৌন হেনস্থার বিষয়টি সামনে আসে। মেডিক্যাল রিপোর্টেও যৌন নির্যাতনের প্রমাণ আছে বলে দাবি ওই ছাত্রীটির অভিভাবকদের। প্রাথমিকের ইংরাজি ও বাংলার শিক্ষকের হাতে স্কুলেরই ছাত্রীর যৌন নির্যাতনের বিষয়টি চউড়া হতেই অভিভাবকেরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। সকালেই কয়েকশো অভিভাবক জড়ো হন স্কুলগেটের সামনে। সেখানেই দোষী শিক্ষকের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। পাশাপাশি অভিযুক্ত শিক্ষককে তাঁদের হাতে তুলে দিতে হবে বলেও বিক্ষোভ থেকে দাবি তোলেন অভিভাবকেরা। পরে বিক্ষোভকারীরা গেট ভেঙে স্কুলের ভিতর ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে তারা। ভাঙচুর করা হয় স্কুলের গেটের বাইরে থাকা অভিযুক্ত শিক্ষক সহ আরও বেশ কয়েকজনের বাইক। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাথরও ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। অভিভাবকদের বিক্ষোভের হাত থেকে বাদ যাননি ওই স্কুলের শিক্ষিকারাও। বেশ কয়েকজন আহতও হন। পরে বিক্ষোভাকারীদের হটাতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। লাঠির আঘাতে মাথা ফাটে বিক্ষোভকারী এক মহিলার। পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন বিক্ষোভরত অভিভাবক স্বপ্না দাস। তাঁর বক্তব্য, ‘বিনা প্ররোচনায় নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ। এমনকি ওই শিশুটির বাবাকেও পুলিশ ব্যপকভাবে মেরেছে। কোথাও মহিলা পুলিশের দেখাও মেলেনি।

পুরুষ পুলিশ লাঠি দিয়ে মেরে মহিলাদের মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে, এটাই কি আইন?’ অপরদিকে ঘটনায় অভিভাবকদের সঙ্গে ‘বহিরাগত’দের যোগ আছে বলে মত পুলিশের। পুলিশকে মারধর ও স্কুল ভাঙচুরের ঘটনায় বহিরাগতরা জড়িত বলে অভিযোগ পুলিশের। কলকাতা পুলিশের ডিসি (এসিডি) কল্যাণ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ‘সকালে আমাদের কাছে অভিযোগ আসে। অভিযোগ পাওয়ার পরই আমরা আইনি ব্যবস্থা নিয়েছি। গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত শিক্ষককে। তবে এটা পরিষ্কার অভিভাবকদের একাংশ নিজেদের হাতে আইন তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। পুলিশ শুধুমাত্র তা প্রতিরোধ করছে। কোনওভাবেই ইচ্ছেকৃতভাবে লাঠিচার্জ করা হয়নি। আর পর্যাপ্ত মহিলা পুলিশ ছিল।’ পাশাপাশি তাঁর আরও বক্তব্য, ‘বাড়ি থেকে ইট-পাথর ছোড়া হয়েছে। বাইক ভাঙচুর করা হয়েছে, এমনকি স্কুল ভাঙচুর করা হয়েছে। এই ঘটনায় বাহিরাগতদের হাত থাকতে পারে বলে আমাদের আশঙ্কা।’ পরে পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ। ঘটনাস্থলে আসে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন অনন্যা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, ‘পুলিশ যথেষ্ট ভাল কাজ করেছে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। আলোচনা হয়েছে। সমস্যা সমাধান করতে হবে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি এফআইআর ও চার্জশিটে যাতে শিশুটি ন্যায়-বিচার পায় তাও আমরা দেখব।’ ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় কাউন্সিলর রতন দে’ও। পুলিশকে মারধর ও স্কুল ভাঙচুরের ঘটনায় ৪জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে লেক থানার সামনেও বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকেরা। ঘটনার পর স্কুলেই ত্রিপাক্ষীক বৈঠক হয়। সেখানে বেশকিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সুত্রের খবর, ঠিক হয়েছে পঞ্চম শ্রেনি পর্যন্ত কোনও পুরুষ শিক্ষক ক্লাস নেবেন না। এই স্কুলের পুরুষ শিক্ষকদের বদলি করে তার বদলে মহিলা শিক্ষক আনা হবে। পাশাপাশি বাড়ানো হবে সিসিটিভির সংখ্যাও।

পুজোয় সরকারি অনুদানে স্থগিতাদেশ বহাল

স্টাফ রিপোর্টার: পুজোয় সরকারি অনুদানে স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়াল হাইকোর্ট। পুজো কমিটিকে সরকারি অনুদান বিরোধিতা করে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। সেই মামলায় মঙ্গলবার শুনানি হয়। শুনানি শেষে হাইকোর্ট পুজো কমিটিকে সরকারি অনুদানে স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়। গত ৫ অক্টোবর পুজো কমিটিগুলিকে সরকারি অনুদান দেওয়া নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্তের উপর স্থগিতাদেশ দেয়। পাশাপাশি এই নিয়ে হলফনামা তলব করা হয়। হাইকোর্টের সেই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই এদিন হলফনামা জমা দেয় রাজ্য সরকার। সেই হলফনামায় রাজ্যের তরফে জানানো হয়, শারদোৎসব উপলক্ষ্যে পুজো কমিটিগুলিকে নিরাপত্তা প্রকল্পে অনুদান দেওয়া হয়েছে। সরকারের তরফে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান, পুজো করার জন্য এই টাকা দেওয়া হচ্ছে না। নিরাপত্তা খাতে সরকারের যে আর্থিক বরাদ্দ থাকে, সেখান থেকেই সাধারণ মানুষের স্বার্থেই এই অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিনের শুনানি শেষে হাইকোর্ট পুজো কমিটিকে সরকারি অনুদানে স্থগিতাদেশ বহাল রাখে। যতক্ষণ না এই মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে ততদিন এই স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে।

NABADWIP MUNICIPALITY

SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip, Nadia.

Tender title- NM/Health/NIQ-87e/2018-19
TenderID:-2018_MAD_193017_1

Bid Submission Start Date:- 08 Oct-2018 10:00 AM
Bid Submission End Date:- 25-Oct-2018 06:00 PM
Bid Opening Date:- 29-Oct-2018 11:00 AM

N.B.:- Any other information may be had on enquiry from the Office of Chairman Nabadwip Municipality in any working day of Govt. website http://wbtenders.gov.in, this advertisement is also given http://nabadwipmunicipality.org

Sd/-
Vice Chairman
Nabadwip Municipality

টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

রেজি অফিস-টাওয়ার এ ১১০১ পেনিনসুলা বিজনেজ পার্ক, গণপত্র কদম মার্গ, লোয়ার প্যারেল,
মুম্বই-৪০০০১৩(ইন্ডিয়া) টেলি: ৯১২২৬৬০৬৯০০০, ফ্যাক্স: ৯১২২৬৬৫৬২৬৯৯ ওয়েবসাইট: www.tatacapital.com

দি সিকিইরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২’এর ১৩ (২) ধারার অধীনে ডিমান্ড নোটিশ।

রেফ : টিসিএফএসএল/সারফায়েসি/১৪/০৩/১০/২০১৮

প্রতি,

১) **মেসার্স এ কে পাওয়ার ইন্ড্রাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড,** ২৩/২/১/১, ভগবান চ্যাটার্জি লেন, ২য় তল, শ্রুতিনীর অ্যাপার্টমেন্ট, খরপুর ওয়াটার ট্যাঙ্কের কাছে, (এইচআইটি মেন রোডের উপর) হাওড়া-৭১১১০১ পশ্চিমবঙ্গ

২) **শ্রী অয়ন মল্লিক,** মেসার্স এ কে পাওয়ার ইন্ড্রাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩/২/১/১, ভগবান চ্যাটার্জি লেন, শিবপুর সদর, হাওড়া-৭১১১০১৪ পশ্চিমবঙ্গ

৩) **শ্রীমতি অর্চনা মল্লিক,** মেসার্স এ কে পাওয়ার ইন্ড্রাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩/২/১/১, ভগবান চ্যাটার্জি লেন, শিবপুর সদর, হাওড়া-৭১১১০১৪ পশ্চিমবঙ্গ

৪) **শ্রী অরুণ কুমার সর্দার,** মাঝের পাড়া, (দাদপুর) কামরাবাদ, সোনারপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০ ১৫০

৫) **মল্লিক প্রোজেক্ট (প্রা) লিমিটেড,** ভগবান চ্যাটার্জি লেন, ২য় তল, শ্রুতিনীর অ্যাপার্টমেন্ট, খরপুর ওয়াটার ট্যাঙ্কের কাছে, (এইচআইটি মেন রোডের উপর) হাওড়া-৭১১১০১ পশ্চিমবঙ্গ

১ আমরা **টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (টিসিএফএসএল)** রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে নিবন্ধীকৃত এবং কোম্পানি অ্যাক্ট ১৯৫৬-এর শর্তাবলি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট এবং আমাদের রেজিস্টার্ড অফিস টাওয়ার এ, দ্বাদশতল, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই-৪০০০১৩ -এ অবস্থিত এবং অন্যান্য স্থানের মধ্যে একটি শাখা অফিস রয়েছে **টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড ৭১, পার্ক স্ট্রিট, তৃতীয় তল, কলকাতা- (ব্রাঞ্চ)** দি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টেরেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এখানে অ্যাক্ট অনুসারে উল্লিখিত) এর ১৩ (২) ধারার অধীন আপনাদের কাছে উক্ত নোটিশ পাওঠানো হয়েছে।

২. নোটিশ নং-১ টিসিএফএল-এর নিকট আর্থিক সহায়তার জন্য প্রস্তাব এবং আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন বলে জানিয়ে দিলেন এবং আর্থিক দায়বদ্ধ আছেন।

৩. নোটিশ নং-১ আপনার জামিন এবং দায়বদ্ধতার উপর ভিত্তি করে উক্ত ঋণ/সুবিধাগুলি **(লোন/ফেসিলিটি/ইজিস)** টিসিএফএসএল থেকে ঋণ ও সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

লোন অ্যাকাউন্ট নং	ঋণের প্রকৃতি/সুবিধাসমূহ	লোন অর্থাঙ্ক	বকেয়া অর্থাঙ্ক ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ অনুযায়ী	সুবিধাপ্রকৃতি নথিসমূহ	
				তারিখ	সুবিধাযুক্ত নথিসমূহ
ডব্লুসিডি০১৩৬	কার্যকরী মূলধন ডিমান্ড লোন	মঞ্জুরকৃত টাকা ৫,০০,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি টাকা মাত্র)		১৪.০৩.২০১৫	মঞ্জুরিকৃত চিঠি
				২৭.০৪.২০১৫	কার্যকরী দাবি মূলধন ঋণের চুক্তি অনুসারে
				২৭.০৪.২০১৫	সাপ্লিমেন্টাল এগ্রিমেন্ট
				২৭.০৪.২০১৫	জামিন বিজ্ঞপ্তির চিঠি নম্বর ২,৩ এবং ৪ অনুসারে
				২৩.০৩.২০১৭	বিজ্ঞপ্তি নাম্বার ১’এর অধীনস্থ ইনডিমিনিটি অনুসারে
				২৭.০৪.২০১৫	বিজ্ঞপ্তি নাম্বার ১’এর অধীনস্থ ইনডিমিনিটি অনুসারে
				২৮.০৪.২০১৫	দলিল বন্ধকি অনুসারে বিজ্ঞপ্তি নং-৪
	কার্যকরী মূলধন ডিমান্ড লোন	মঞ্জুরকৃত টাকা ৩,৫০,০০,০০০/- (তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র)		২৩.০৭.২০১৮	মঞ্জুরিকৃত চিঠি
				১১.০৪.২০১৮	কার্যকরী দাবি মূলধন ঋণের চুক্তি অনুসারে
				১১.০৪.২০১৮	পাওয়ার অ্যাটর্নি এক্সিকিউটিভ নোটিশ নং-১ অনুসারে
				২৪.০৮.২০১৮	জামিন বিজ্ঞপ্তির চিঠি নম্বর ২,৩ এবং ৪ অনুসারে
				২৪.০৮.২০১৮	দলিল বন্ধকি অনুসারে বিজ্ঞপ্তি নং-৫ অনুসারে
				২৪.০৮.২০১৮	পাওয়ার অ্যাটর্নি এক্সিকিউটিভ নোটিশ নং-১ অনুসারে
				২৪.০৮.২০১৮	নিট মূল এফিডেভিট বিজ্ঞপ্তি নং-২,৩ এবং ৪ অনুসারে
				২৪.০৮.২০১৮	রিভাইভাল লেটার
মোট		২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	৩,৮৭,৭২,১৮০.২৮/- (তিন কোটি সাতাশি লক্ষ বাহাত্তর হাজার একশত আশি টাকা আঠাশ পয়সা মাত্র)		

৪) টিসিএফএসএল প্রাথমিক পর্যায়ে—নং ১-(কে ১৪ মার্চ ২০১৫ তারিখে) কার্যকরী মূলধন ডিমান্ড লোন হিসাবে টাকা ৫,০০,০০,০০০ (টাকা পাঁচ কোটি মাত্র) মঞ্জুর করেছিল, যা ২৩ জুলাই ২০১৮ তারিখে টাকা ৩,৫০,০০,০০০ (টাকা তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাত্র) যথাক্রমে রিনিউ করা হয়, গ্রাহকদের মধ্যে শর্ত অনুযায়ী সম্মত এবং নথিভুক্ত হয়েছিল।

৫) উক্ত সুবিধাসমূহের অধীন উক্ত মঞ্জুরি শর্ত অনুযায়ী আমরা আপনাকে /নং-১ আপনার দেওয়া নথির ভিত্তিতে যা এখানে উল্লিখিত ঋণরাশি পরিশোধে ২,৩,৪ এবং ৫ নং জামিনদার হওয়ার শর্তে দেওয়া হয়।

৬) সুবিধা/সমূহের অধীন এবং সুবিধাগুলির প্রেক্ষিতে ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ অনুযায়ী) টাকা ৩,৮৭,৭২,১৮০.২৮/-(টাকা তিন কোটি সাতাশি লক্ষ বাহাত্তর হাজার একশত আশি আটাশ পয়সা মাত্র) বকেয়া এবং টিসিএফএসএল দেয় এবং বকেয়া পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক হারে পরবর্তী সুদ প্রদেয়। উক্ত অর্থাঙ্ক সুবিধাগুলির অধীনে পরিশোধে আপনি ৪ নং কর্তৃক তফশিল-এতে বর্ণিতমতো বন্ধক দ্বারা সিকিউরড।

৭) আপনি নোটিশ নং-১ ঋণ পরিশোধে ধারাবাহিকভাবে অকৃতকার্য সুযোগ নিশ্চিত করণ সত্ত্বেও টিসিএফএসএলকে ঋণ পরিশোধে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক পরামর্শ এই কারণে ইস্যুকৃত এবং নির্দেশাবলী অনুসারে যা উক্ত আইনের ২ (০) ধারা অধীনে ব্যাখ্যাকৃত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে নোটিশি নং-১ এর অ্যাকাউন্ট নন্ পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।

৮। টিসিএফএসএল-এর তরফ থেকে আইন অনুসারে জানানো হচ্ছে যে, সুরক্ষিত বিষয়টির ৪ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে টিসিএফএসএলের পক্ষে তা দেখানো হয়েছে।

৯। উক্ত আইনের ১৩ (২) ধারা অনুসারে অর্থাঙ্ক ৩,৮৭,৭২,১৮০.২৮ (তিন কোটি সাতাশি লক্ষ বাহাত্তর হাজার একশত আশি টাকা আঠাশ পয়সা মাত্র) ভবিষ্যতের সুদ সহ যুক্ত হবে, যা ৬০ দিনের মধ্যে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে নির্ধারিত সূচি অনুসারে প্রদান করতে হবে উক্ত আইনের ১৩ (৪) ধারা অনুসারে এবং/অথবা আইনের অন্যান্য ধারা অনুসারে যা কার্যকর করা হয়েছে।

১০। ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারীদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে যে, আইনসম্মত ভাবে নির্ণয় করা হয়েছে যার অধিকার ও সুদ সহ সম্পত্তির বিক্রয়, লিজ অথবা ভাড়া অথবা লাইসেন্সের সুরক্ষিত সম্পদের অধিকার লেনদেনের ক্ষেত্রে ন্যস্ত থাকবে এবং উক্ত সম্পত্তি লেনদেনের সময় উক্ত আইনের উপধারা (১৩) এবং ধারা ১৩ অনুসারে যা দ্রষ্টব্য অনুসারে দেখানো হয়েছে আইনের ২৯ ধারা অনুসারে। যদি কোনও ব্যক্তি উক্ত আইনের পরিবর্তন করে থাকেন তাহলে এক বছরের মধ্যে জরিমানা আরোপ করা হতে পারে।

১১। উক্ত অর্থাঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় নিম্নলিখিত আধিকারিক উক্ত সম্পত্তির নিজের অধীনে নিয়েছেন এবং আইনের ১৩ ধারা অনুসারে ৬০ দিনের মধ্যে দাবির অর্থাঙ্ক প্রদান করতে হবে। এর সঙ্গে সমস্ত খরচ এবং চার্জ যুক্ত করতে হবে ১৩ উপধারা ৭ অনুসারে এবং বকেয়া অর্থ যদি পরিশোধ না হয় তাহলে উক্ত অর্থ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সম্পত্তি উক্ত সংস্থার অধীনে থাকবে।

এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে টিসিএফএসএল-এর আইন অনুসারে।

আপনার বিশ্বস্ত,
টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
অনুমোদিত আধিকারিক

দলকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোই মূল লক্ষ্য: সোমেন মিত্র

স্টাফ রিপোর্টার: দায়িত্ব পাওয়ার পর যে আপাতত দলকে টেনে তোলাই মূল লক্ষ্য, সেটাই আরও একবার স্পষ্ট করলেন সোমেন মিত্র। তাঁর বক্তব্য, ‘দলকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতেই হবে।’ নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর মঙ্গলবার প্রথমবার নবগঠিত প্রদেশ কমিটিকে নিয়ে বৈঠক করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র। লোকসভা ভোটের আগে কীভাবে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সে ব্যাপারেই এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সোমেন মিত্র বলেন, ‘২৯ সেপ্টেম্বরের বৈঠকে রাহুল গান্ধি আমাদের স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, সংগঠনকে শক্তিশাল করতে হবে। দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এখন দায়িত্বটা অমাদের কাঁধে এসে পড়েছে। রাহুল গান্ধির নির্দেশ মতোই আমাদের দলটাকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোই এখন প্রধান লক্ষ্য।’ এদিনের বৈঠকে আব্দুল মান্নান, দীপা দাসমুন্সি, প্রদীপ ভট্টাচার্য, অমিতাভ চক্রবর্তী, নেপাল মাহাত, শুভঙ্কর সরকার সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তবে এদিনের বৈঠকে যোগ দেননি প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি। গরহাজির ছিলেন সন্তোষ পাঠকও। দু’জনেই যে বৈঠকে থাকতে পারবেন না, তা আগে থেকেই জানিয়ে দিয়েছিলেন বলে দাবি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রের। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, ‘একদিকে রাজ্যে বিজেপির উত্থান ঘটছে। অন্যদিকে তৃণমূলের আগ্রাসী নীতি। এই প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস কর্মীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই অবস্থায় দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই বড় দায়িত্ব।’ এদিনের বৈঠকে ঠিক হয়েছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত জেলায় সভাপতির পদে রদবদল আনা হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তারাই কাজ করবেন। খুব শীঘ্রই রানি রাসমনি রোডে একটি সভা করবে কংগ্রেস। তার দিনক্ষণ ঠিক হয়নি। লক্ষীপুজোর আগে আরও একটি বৈঠক করবে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। সেখানেই এই বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করে সোমেন মিত্র এদিন বলেন, ‘২০১১ সালে বলা হয়েছিল নারী ধর্ষণ হবে না। কিন্তু কাগজ খুললেই প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে, কোথাও না কোথাও নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। বলা হয়েছিল, শিক্ষায় রাজনীতি হবে না। এখন রাজ্যে শিক্ষা রাজনীতির আস্তাবলে পরিণত হয়েছে। বেকারদের জন্য চাকরির কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেটা করা হচ্ছে না। আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতিও খুব খারাপ। আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা এতটাই খারাপ যে, সুষ্ঠুভাবে পঞ্চায়েত গঠন করা যাচ্ছে না। রাজ্য একেবারে জতুগৃহের অবস্থা।’ লোকসভা ভোটে জোট নিয়ে কংগ্রেসের অবস্থান কী হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে বেশি কিছু বলতে চাননি সোমেন মিত্র। আপাতত দলের শক্তিবৃদ্ধির উপরেই জোর দিতে চান সোমেন মিত্র। রাহুল গান্ধিকে রাজ্যে এনেও যে সভা করার পরিকল্পনা রয়েছে, তাও বোঝালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। রাহুল গান্ধিকে এনে যে রাজ্যে আমরা সভা করাব সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। তবে তার আগে আমরা নিজেদের শক্তিটা বুঝে নিতে চাই। সবার আগে দলটাকে রাস্তায় নামাতে হবে।’ যারা কংগ্রেস ছেড়েছে তাঁদের ফেরানোর ব্যাপারে কি কোনও চিন্তাভাবনা করছে কংগ্রেস? এইপ্রশ্নের উত্তরে সোমেন মিত্র বলেন, ‘যারা দল ছেড়েছেন, তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ জানাচ্ছি, তাঁরা যাতে ফিরে আসেন। বহু লোকের সঙ্গে কথাও হচ্ছে। তাঁরা বলেছেন, পুজোর পর বিষয়টা নিয়ে কথা বলবেন।’

পুজোর আগে খাবার নিয়ে স্পেশাল অভিযান পুরসভার

স্টাফরিপোর্টার: প্রত্যেকবছরই নিয়ম করে খাদ্যে ভেজাল আছে কি না তা খতিয়ে দেখতে পুজোর আগে ‘স্পেশাল’ অভিযান চালায় কলকাতা পুরসভা। এবারও তার ব্যাতিক্রম নেই। মঙ্গলবার খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ শহরে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে অভিযান চালান। তিনি জানান, ‘বেশ কয়েকটা নামী রেস্টুরেন্টে এদিন অভিযান চালানো হয়। প্রত্যেকটি খাবারের দোকানের রান্নাঘর খতিয়ে দেখা হয়। রান্নার সময় সচেতনতা মেনে হচ্ছে কি না তাও দেখা হয়।’ তবে যেকটা রেস্তোরাঁতে যাওয়া হয়েছে তার মধ্যে একটি মাত্র দোকানের বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন অতীনবাবু। তিনি জানান, ‘একটি বাদে আর সবকটি জায়গাতেই ঠিকঠাক পদ্ধতিতেই কাজ করা হয়।’ শহরে পুজোর সময় বিভিন্ন রেস্তোরাঁগুলোতে ভিড় হয়ে যায়। তবে সেই সময় খাবার বানানোর প্রক্রিয়া সঠিকভাবে করা হয় কি না, তা নিয়ে অভিযান চালানো হয় বলেই জানান অতীনবাবু। অন্যদিকে, পুজোর মধ্যেই শহরে ঘুরতে পারে ভ্রাম্যমান ল্যাব, এদিন এমনটাই দাবি করেন অতীনবাবু। তিনি জানান, ‘এখনও ঠিক হয়নি কিছু। তবে পুজোর মধ্যে চালু হতে পারে।’ প্রসঙ্গত, ৮১ বছর আগে যন্ত্রযুগের নি:শব্দ পূর্বাভাস দিয়েছিলেন চার্লি চ্যাপলিন।

Hooghly-Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist. – Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6091

Notice for invitation Tender

Tender Notice No- **26/HCM/Eng/2018** Dated- 09.10.2018
Memo No-5085/HCM/Eng/D.P

Sealed Tenders are invited from the experience and reliable contractors for the work of Const. of Concrete Road at different places in ward No.17 under HCM, Under DMA Fund. Details information will be available from Municipal office 10.10.18 within 10.00 A.M upto 29.10.18 at 2.00 P.M.

Purchase of Tender paper Dated 31.10.18 on 2 P.M & dropping date: 01.11.18 at 2.00 P.M. For details information please visit website-https:// wbtenders.gov.in

Chairman
Hooghly Chinsurah Municipality

অটোতে যুবতীর শ্লীলতাহানি, গ্রেফতার অটোচালক

স্টাফ রিপোর্টার: চলন্ত অটোয় এক যুবতীর শ্লীলতাহানি ও কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ। গ্রেফতার অটোচালক। ঘটনাটি বিধাননগরের। পুলিশ সূত্রে খবর, নেপালের এক যুবতী পড়াশুনার জন্য শহরে থাকেন। সল্টলেকের এ জে ব্লকের একটি বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসাবে থাকতেন। তাঁর বক্তব্য, ‘আমি প্রতিদিন বি ডি ব্লকে জিমে যাই। গত সপ্তাহে জিমে যাওয়ার জন্য আমি ওই অটোচালকের অটোতে উঠি।’ অভিযোগ, সেই সময় ওই যুবতীকে অশ্লীল কটুক্তি করে অটোচালক হারাধন দাস। সেই সময় অটো থেকে নেমে গেলেও অটোর নম্বর নিতে পারেনি। ফের ওই বি ডির ব্লক রুটে যাওয়ার জন্য হারাধন দাসের অটোতে ওঠেন অভিযোগকারিণী। সেই সময়েও একইভাবে কটুক্তি করে ওই অটোচালক।

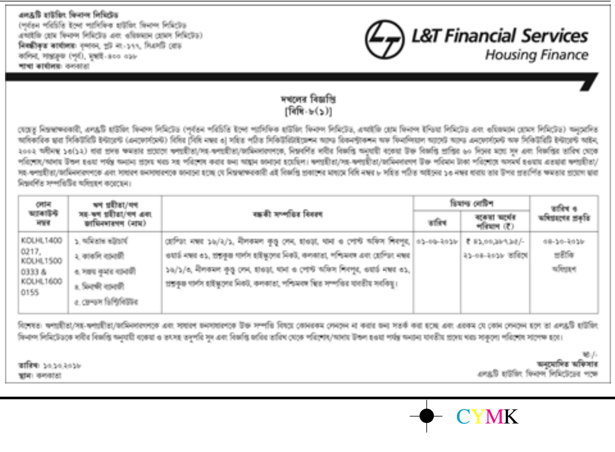

L&T Financial Services
Housing Finance

দখলের বিজ্ঞপ্তি
[বিধি-৮(১)]

KOLHL14000217, KOLHL15000333 & KOLHL16000155